পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 27 ❑ 22 Sept., 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ইছামতি সংস্কারের আশ্বাস কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর

"শান্তনুবাবু রেলপথ তৈরীর বিষয়টি আগে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করুন। তারপর জমি আমরা ব্যবস্থা করে দেব...'— বিশ্বজিৎ দাস

জয় চক্রবর্তী

বহুদিন পর বনগাঁ শহরে বিজেপির কোন দলীয় কর্মসূচিতে দেখা গেল বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে। আর এই সভা ঘিরেই বিজেপির কোন্দল ফের প্রকাশ্যে চলে এলো। বৃহস্পতি বার রাতে বনগাঁ শহরের বাটামোড়ে বিজেপির পক্ষ থেকে

পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে শান্তনু বাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তার দাদা গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর এবং বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা বনগাঁ পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ছোট-বড় মাঝারি মাপের নেতারা। কিন্তু সেখানে দেখা মেলেনি, বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া এবং বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি রামপদ দাসকে। এই ঘটনায় দলের মধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অশোক বাবু বলেন, "সভা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না কলকাতায় আছি। রামপদ বাবু বলেন, "শান্তনু ঠাকুর সাংসদ মন্ত্রী। তিনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। জেলার সব কর্মসূচিতেই জেলা সভাপতির অনুমতি নিয়ে করতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই।"

এদিনের সভায় অনুপস্থিত বিধায়ক ও জেলা সভাপতির বিষয়ে দেবদাস বাবু বলেন "আমি যতদূর জানি সবাইকে জানানো হয়েছিল। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজও পাঠানো হয়েছিল।

এদিনের সভায় বক্তারা তৃণমূল এবং তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসকে উদ্দেশ্য করে দেবদাস বাবু হুশিয়ারি দিয়ে বলেন "হিম্মত থাকলে বিধায়কের পদ থেকে পদত্যাগ করে

দেখান। জানি সে ক্ষমতা আপনার নেই। কারণ পদত্যাগ করলে আর জিতে আসতে পারবেন না। করে কম্মে খাওয়া আর হবেনা।" এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, "সমাজ বিরোধীদের কথার কোন উত্তর দিই না। ওরা আগে শিশির অধিকারীর বিষয়টা সামলাক।"

প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা ভোটে বাগদা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়ে জয়ী

হয়ে ছিলেন বিশ্বজিৎ। বিধানসভা ভোটের পর তিনি তৃণমূলে যোগদান করেন। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাকে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন।

এদিনে সভা থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ইছামতি নদী সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন " ইতিমধ্যেই এক কোটি টাকা খরচ করে স্বরুপনগরের তেতুলিয়া থেকে বনগাঁ পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার ইছামতি নদীর সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় এখনো সমীক্ষা বাকি আছে। কারণ সেটা ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে পড়ে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব। বনগাঁ জেলার নাম "ইছামতি"র নিয়ে তার আপত্তির কথা জানিয়েছে মন্ত্রী।

কিছুদিন আগে বনগাঁ জেলার নাম ইছামতি করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইছামতি নদীর পাশাপাশি এদিন বনগাঁ থেকে বাগদা রেলপথ তৈরির আশ্বাসও দিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করে দিলে আমরা বনগাঁ থেকে বাগদা রেল পথ তৈরি করব।"

এ বিষয়ে মন্ত্রী, আশ্বাসকে তৃণমূল সমালোচনা করেছেন। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "শান্তনু বাবু রেলপথ তৈরির বিষয়টি আগে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করুন। তারপর জমি আমরা ব্যবস্থা করে দেব। বাস্তবে বনগাঁর মানুষ ওনার চেহারা ভুলে গিয়েছেন। চেহারা দেখাতেই এসব কথা বলছেন।"

নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে বিসর্জনের রীতি ছিল শতাব্দি প্রাচীন দত্ত বাড়ির পুজোয়

জোতি চক্রবর্তী : নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে বিসর্জনের রীতি ছিল শতাব্দি প্রাচীন বনগাঁর দত্ত বাড়ির পুজোতে। দত্ত বাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জন হলেই বনগাঁর অন্য বনেদি বাড়ি ও পারিবারিক পুজোর প্রতিমা বিসর্জন

দেওয়া কথা কয়েক দশক ধরে প্রচলিত ছিল। আর এই দত্ত পরিবারের হাত ধরেই বনগাঁয় প্রথম দুর্গা পুজোর প্রচলন হয়েছিল। কালের নিয়মে পুজোর পরিধি ছোট হয়ে আসলেও বনগাঁ দত্তপাড়ার দত্তবাড়ির পরিচিতি আজও যথেষ্ঠ রয়েছে। যশোরের বাগআঁচড়া গ্রামে তাঁর বসত ছিল। সেখান থেকে তাঁর বংশধরেরা প্রথমে শুকপুকুরিয়া গ্রামে আসেন। পরবর্তীতে বনগাঁয় বসবাস শুরু করেন দত্তরা।

আনুমানিক ১৮২০ সালে বনগাঁর দুর্গোৎসবের সূচনা হয়েছিল এই দত্ত বাড়িতে। পূজা মন্ডপের সামনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচলন এরাই প্রথম করেন। অতীতের সেই ঐতিহ্য আজ আর নেই। একে একে পরিবারের সকলেই কর্মসূত্রে বনগাঁ ছেড়েছেন। পুজোতে পরিবারের কেউ আর আজ আসেনা। স্থানীয়দের উদ্যোগেই সংস্কার হয় সেই প্রাচীন দুর্গা মন্দির। সেখানেই আজও পুঁজিত হন দেবী দুর্গা। দত্ত পরিবারের পুজো আজ সার্বজনীন পুজোয় পরিণত হয়েছে।

কথিত আছে রাজা সীতারাম রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন সূর্য্য নারায়ণ দত্ত। আনুমানিক ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে মোঘলদের কাছে সীতারামের পরাজয় হলে যশোর থেকে বনগাঁয় চলে আসেন সূর্য্যনারায়ণ। ইচ্ছামতী তীরে বসবাস শুরু করেন। সূর্য্যনারায়ণ দত্তের পুত্র স্বরূপ নারায়নের আমলেই পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। যদিও এ নিয়ে নানা মত পার্থক্য রয়েছে।

বনগাঁর দত্ত বাড়ির পুজো নিয়ে নানা কাহিনী রয়েছে। মূলত দেবী দুর্গার দশ হাত হলেও দত্ত বাড়ির দুর্গা বিড়াল হাতি। অর্থাৎ দুর্গার বিড়ালের মত ছোট দুটি হাত। কোন এক বছর পরিবারে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে রাজবাড়ীতে পুজো বন্ধ থাকে। সেই সময় রাজবাড়ীর বড়মা স্বপ্নাদেশ পান দেবীর বিড়াল হাতি রূপের। সেই রূপেই দত্ত বাড়িতে পুজো হয়। মহালয়া থেকেই পুজো শুরু হত। দত্ত বাড়িতে নির্দিষ্ট এক ঘরে বসত চন্ডীঘট। দশমীতে নৌকায় করে দেবী বিসর্জন হত। দত্তপাড়ার এক বৃদ্ধ বাসিন্দা বলেন, "শোনা যায় কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে দত্ত পরিবারের যোগাযোগ ছিল। প্রতিবছর পুজোতে দত্তরা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়িতে যেতেন।"

পুজোর অস্তিত্ব টিকে থাকলেও অতীতের জৌলুস হারিয়েছে দত্ত বাড়ির পুজো। যাদের হাত ধরে বনগাঁয় পুজোর শুরু সেই পুজোর আজ অস্তিত্ব সংকটে। স্থানীয়রা চাঁদা তুলে কোনরকমে টিকিয়ে রেখেছে পুজোটি।

বিজেপি কাউন্সিলরকে ৭০ হাজার টাকা দেওয়ার অভিযোগ পুর প্রধানের বিরুদ্ধে, চাঞ্চল্য বনগাঁয়

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্য। শংকর বাবুর দাবি, চেয়ারম্যান গোপাল বাবু পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডলকে অনৈতিকভাবে ৭০ হাজার টাকা পাইয়ে দিয়েছে। এই অভিযোগ ঘিরে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গিয়েছে বনগাঁ শহরে।

সোমবার রাতে বনগাঁ শহরের বাটামোড়ে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় চার নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন শংকর বাবু। ওই সভায় বক্তৃতায় তিনি গোপালবাবুকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। গোপাল বাবুর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তোলেন। গোপাল বাবুকে তিনি বিজেপির দালাল বলে কটাক্ষ করে বলেন "পৌরসভার এন্টি চেম্বারে চেয়ারম্যান বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডলের হাতে ৭০ হাজার টাকা দিয়েছেন এবং পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে দিয়েছেন।" এ প্রসঙ্গে শংকর বাবু গোপাল বাবুর উদ্দেশ্যে চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ২৭ ❐ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

কালের গহ্বরে হারিয়ে যেতে পারে প্রথাগত গ্রন্থ

কল্পবিজ্ঞানের একজন বিখ্যাত লেখক Isaac Asimov। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার তাঁর বিচরণ হলেও কল্পবিজ্ঞানেই বেশিখ্যাত। স্কুল বিষয়ক একটি গল্পে বর্তমান সময়ের স্কুল, শিক্ষক বা পাঠ্যপুস্তকের সাথে ভবিষ্যতের শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা তুলনা করেছেন। কল্পনার জালে ভবিষ্যতের কোন এক ছাত্র বর্তমান কালের বই বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত পাঠ্যসমুহ দেখে আকাশ থেকে পড়েছে। কেননা তারা এমন পাঠ্য পুস্তকের সাথে আদৌ পরিচিত নয়। পরিচিত নয় মানুষরূপী শিক্ষকের সাথে। কেননা কালের প্রভাবে সবই হারিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়েছে। বিশ্বের অন্যদেশে অনেক আগে থেকে প্রচলিত হলেও ভারতবর্ষে যন্ত্র নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ প্রচলন শুরু হয়েছে অতিমারী করোনাকালে। তার অনেক আগে থেকেই ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষক শিক্ষিকাগণ কোন তথ্য জানার জন্য প্রথাগত গ্রন্থের উপর নির্ভর না করে আন্তর্জালিক সংযোগ ব্যবস্থা বা তথ্য জালের উপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। মানুষের জীবন এখন কর্ম ব্যস্ততায় ভরা। তাই কোন শব্দের অর্থ হোক বা কোন শব্দের বানান জানার জন্য আর অভিধানের খোঁজ না করে পকেটে থাকা টাচ্ ফোনের উপর বেশি নির্ভর করে। তার ফল প্রথাগত গ্রন্থ বা বই-এর প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়া। গোদের উপর বিষ ফোঁড়া হয়েছে ফেসবুক, টুইটার। মানুষ অবসর যাপনের জন্য আজ এই মাধ্যমের উপরেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। যার পরিনতি অতি ভয়ঙ্কর। হয়ত বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটা বড় অংশ ডুবে যাবে অশিক্ষার অন্ধকারে। কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবে প্রথাগত পুথি। গবেষণায় বলা হয়েছে— গতবছরই প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে সাহিত্য পড়ার হার সবচেয়ে কম। মাত্র ৪৩ শতাংশ মানুষ বছরে মাত্র ১টি বই পড়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতি দিন বেড়েই চলেছে তরুণ প্রজন্মের অনলাইনে কাটানো সময়ের হার। ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সীরা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১৫ ঘন্টা অনলাইনে কাটায়। ফল স্বরূপ কিশোরদের মধ্যে একাকীত্বের মাত্রা বেড়ে চলেছে। পরিণতিতে এই একাকীত্ব তাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যুর দিকে। তাহলে ফেসবুক- টুইটারের মতো নিত্য আনন্দদানকারী সমাজ মাধ্যমের জয়ধ্বনি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কু-শিক্ষা এবং প্রথাগত বই-এর অবলুপ্তির কথা ভাবতে ভাবতে নিত্য আনন্দধানে পুনরাগমন করি।

কবি বিনয়ের জন্মদিনে কবি সম্মেলন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র ও সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত ফিরে এসো চাকা কাব্য গ্রন্থের স্রষ্টা কবি বিনয় মজুমদারের ৮৯ তম জন্ম দিন যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয় ঠাকুরনগর ষ্টেশন সংলগ্ন কবির বাসভবন অঙ্গনে। কবি বিনয় মজুমদার স্মৃতি রক্ষা কমিটি আয়োজিত এদিনের বিনয় স্মরণ অনুষ্ঠানের শুরুতেই কবির শেষকৃত্য স্থলের স্মৃতি বেদী ও

প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান কবির অনুরাগীগণ। মধ্যাহ্নে কবির স্মরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহকুমার বিশিষ্ট কবি বিভাষ রায় চৌধুরী লালমোহন বিশ্বাস, সাহিত্যিক ও শিক্ষক আশীষ হীরা, কবির অনুরাগী চঞ্চল সি সরকার।

বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, কবি হরষিত রায়, তীর্থঙ্কর মৈত্র, গৌরী মৈত্র, ড. জয়শ্রী মিত্র, নবকুমার বিশ্বাস, কাঞ্চন মজুমদার, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক ও সংস্কৃতিককর্মী দীপক মিত্র, ও বৈদ্যানাথ দলপতি। উপস্থিত কবির অনুরাগীগণ কবির জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিগণ স্বরচিত ও কবির কবিতা পাঠে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। কবির দীর্ঘদিনের সঙ্গী রঞ্জিত হালদার, বিষ্ণু বালা, অমল মন্ডল কবিতায় ও সংগীতে কবিকে শ্রদ্ধা জানান, কবির বিভিন্ন রচনার উল্লেখ করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করে ড. আশিস হীরা, তীর্থঙ্কর মৈত্র প্রমুখ।

ঘোষপুর নিমতলা স্কুলে সাড়ম্বরে শিক্ষক দিবস পালন

সজ্জিত সাহা ঃ ৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষক ভারতরত্ন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর ১৩৫ জন্ম দিন (শিক্ষক দিবস) যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে মছলন্দপুরের ঘোষপুর নিমতলা এফ.পি. স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা সেবা ফামার্স সমিতির সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজসেবি গোবিন্দলাল মজুমদার, সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা, ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সহ পড়ুয়াদের কতিপয় অভিভাবকগণও। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম গাঙ্গুলী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। শুরুতেই আদর্শ শিক্ষক, মহান দার্শনিক ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড.রাধাকৃষ্ণান এর প্রতিকৃতিতে ফুলমালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকলে। সেবা ফামার্স সমিতির পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, বই ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এদিন ছাত্র ছাত্রীদের সুপ্ত গুণীবলী ও সাহিত্য চিন্তা বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে একটি দেয়াল পত্রিকার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি গোবিন্দলাল মজুমদার। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণ পরিবেশিত সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, এবং কথায় কবিতায় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। প্রধান শিক্ষক গৌতম বাবুর আন্তরিক উদ্যোগে জেলার শিক্ষা- সংস্কৃতিতে নিমতলাপাড়া এফ.পি.স্কুল একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রেখেছে বলে এলেকাবাসীর অভিমত।

চলন্ত ট্রেন থেকে নামিয়ে মারধোর

প্রতিনিধি ঃ ছিনতাই এর সন্দেহে যুবককে মারধর। জিআরপি থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল নিত্যযাত্রীরা। ঘটনাটি, উত্তর ২৪ পরগণার চাঁদপাড়া স্টেশনের। নিত্যযাত্রী সুত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় আপ বনগাঁ লোকাল চাঁদপাড়া স্টেশন ঢোকার মুখে ট্রেনের মধ্যে এক ব্যক্তির মোবাইল ছিনতাই করার চেষ্টা করে এক যুবক। তখন তাকে হাতেনাতে ধরে চাঁদপাড়া স্টেশন এ নামিয়ে চলে ধোলাই। এমন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে চাঁদপাড়া স্টেশনের জিআরপি থানার পুলিশ। ধৃতকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে জিআরপি আধিকারিকরা।

বনগাঁয় ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের চার বছর পূর্তি

প্রতিনিধি : অনুষ্ঠিত হলো ইষ্ট বেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের চার বছর পূর্তি উৎসব। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁর বেলতলা পূজা মন্দির প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা ও ইস্টবেঙ্গলের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিন একে একে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ একাধিক অনুষ্ঠানের সাথে সংগীতানুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দিনভর মেতে রইল ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা। কর্মকর্তারা জানান, বছর চারেক আগে বনগাঁ ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের সূচনা হলেও এখন রাজ্যজুড়ে তাদের সদস্য রয়েছে। সাথেই প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়রা তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তাদের মনে প্রাণে আমাদের ইস্টবেঙ্গল। নতুন প্রজন্মের কাছে ফুটবলের প্রতি আগ্রহ বাড়াতেই আমাদের এই উদ্যোগ।

ঢাকুরিয়া পূর্বপাড়ার দুর্গোৎসবে নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরগুলির মতো এবারও দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে চাদপাড়া ঢাকুরিয়া পূর্বপাড়ার (বাদামতলা) দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন কমিটি। অন্যতম সংগঠক শান্তনু রায় ও ভাস্কর আচার্য জানান, বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসবকে সার্থক করে তুলতে পূজা প্রাঙ্গনে ৫দিন ব্যাপী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

পুজো কমিটির সম্পাদক ফনীভূষণ মজুমদার জানান, শুভ পঞ্চমীর সন্ধ্যায় গুনীজন সংবর্ধনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শারদোৎসবের সূচনা হবে। ৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত উল্লেখ্যযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে চাঁদপাড়া বিজ্ঞান মঞ্চের কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়দিন মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় পরিবেশিত হবে অঙ্গহার নৃত্য সংস্থার মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান। অষ্টমীতে দেবার্ঘ্য লাভ এবং নবমীর সন্ধ্যায় ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনীর মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। বিভিন্ন দিনে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে রয়েছে অংকন, ছড়ার গান, রবীন্দ্র সংগীত, লোকগীতি এবং দশমির দিন মধ্যাহ্নে রয়েছে (অনুর্দ্ধ ১৮ বৎসর) আকর্ষনীয় কুইজ কন্টেষ্ট। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিরতণী অনুষ্ঠান শেষে রয়েছে ভজন পোদ্দারের মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান। ঢাকুরিয়া বাদামতলার আসন্ন এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে এলেকার ধর্মপ্রাণ ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিষয়- বিজ্ঞান

বছরে পাঁচ লক্ষ রোগী ম্যালেরিয়া রোগে মারা যায় কিন্তু করোনার মতো হৈ চৈ নেই

সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন সমাজবিদ, শিক্ষক

অজয় মজুমদার

মশা এবং মাছি জীবাণুদের আশ্রয়। আর মানুষের দেহে তার মাধ্যমেই নানা রকম রোগ ছড়ায়। ম্যালেরিয়ার মূল শত্রু হলো প্লাজমোডিয়াম গনের একটি আদ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া। এটি একটি সংক্রামিত স্ত্রী মশার (অ্যানোফিলিস মশা) কামড়ের সাথে শুরু হয় প্রতিক্রিয়া। লালারসের মাধ্যমে মশার সংবহন তন্ত্রে প্রবেশ করে এবং শেষে যকৃতে পৌঁছায়। সেখানে ওই প্রোটোজোয়া গুলি পরিপক্ক হয় এবং বংশ বৃদ্ধি করে।

এক সময় মানুষ মনে করত দূষিত বায়ু সেবন করলে এ রোগ হয়। এই রোগ সাধারণত ক্রান্তীয় অঞ্চল উপ গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, সাহারা-নিম্ন আফ্রিকা, বিষুবরেখা ঘিরে এই রোগের বিস্তার। শুধু ২০১৮ সালে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার ৪০৫,০০০ জন। বেশিরভাগ ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর কারণ হলো-- প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম, প্লাসমোডিয়াম ভাইভক্স, প্লাসমোডিয়াম ওভাল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জুনাটিক প্রজাতি প্লাজমোডিয়াম ওভাল এবং প্লাসমোড একটি ম্যালেরিয়া সংক্রমণ ঘটায়, যা মানুষের মৃত্যু ঘটায় না। প্লাসমোডিয়াম নলসাই জীবানু একজাতের ছোট লেজওয়ালা বাঁদরদের সংক্রমণ ঘটায়। ম্যালেরিয়া সাধারণত ব্লাড ফিলম ব্যবহার করে রক্তের অনুবীক্ষণ পরীক্ষা অথবা অ্যান্টিজেন ভিত্তিক দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তিতে প্যারাসাইট এর ডিএনএ শনাক্ত করার জন্য পলিমারেজ শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় ব্যবহার উন্নত করা হয়েছে।

২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আনুমানিক ২১৯ বিলিয়ান ম্যালেরিয়া ঘটার স্থলসমূহ নথিভুক্ত করেছে। সেই বছরই ৬,৬০,০০০ থেকে ১. ২ মিলিয়ন মানুষ ম্যালেরিয়া রোগে মারা যায়। যাদের অধিকাংশ ছিল আফ্রিকার শিশু। ২০১০ সালে ৯৯টি দেশের একটি রিপোর্ট অনুসারে ম্যালেরিয়া সংক্রমনের কারণে ১,০৬,৮২০ জনের মৃত্যু হয়। ম্যালেরিয়া সাধারনত দারিদ্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান বাধা হতে পারে। প্রত্যেক বছর এই রোগাক্রান্ত হল প্রায় ৫১.৫ কোটি মানুষ।

কুইনাইন অথবা আর্টিমেসিনিন গ্রুপের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ওষুধ দিয়ে এই রোগ চিকিৎসা করা হয়। প্রতিবছর প্রচুর গরীব মানুষ এই রোগে মারা যায়। কিন্তু এই রোগ নিয়ে করোনার মতো এতো হৈ চৈ নেই।

একটি কোম্পানি ম্যালেরিয়া চিকিৎসার জন্য ছোট্ট একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। বলা হচ্ছে, এই যন্ত্রটি দিয়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর জিনবিন্যাস বা জিনোম সিকোয়েন্স করা যেতে পারে।

এ থেকে চিকিৎসকেরা খুব তাড়াতাড়ি রোগী কোন ধরনের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন সেটা জানতে পারছেন ও ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে সারা বিশ্বে প্রতিবছর ৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। মশা এই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে।

এই জীবাণুতে রয়েছে নানা ধরনের প্রজাতি। কোনো কোনোটি আবার ওষুধ প্রতিরোধী ও অক্সফোর্ড ন্যানোপোর নামের একটি কোম্পানির গবেষণা গবেষকরা এমন একটি মোবাইলের মতো যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণুটি কোন প্রজাতির সেটা জানা যাবে। যন্ত্রটির নাম মিনায়ন। দেখতে মোবাইল ফোনের মত। গবেষকরা বলেছেন এই যন্ত্রের সাহায্যে ডি এন এ -র প্যাটার্ন সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উওকাতা সুজুকি বলেছেন মিনায়ন সিকোয়েন্সের ভালো দিক হলো এর মাধ্যমে গ্রীষ্মমণ্ডলী এলাকায় যেসব রোগ হয় অর্থাৎ ট্রপিক্যাল ডিজিজ সেখানে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যাবে।

বিশেষ করে রোগী যখন খুব মারাত্মক জীবাণুতে বা সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার আর সময় নষ্ট করা চলে না। ডিএনএ বিশ্লেষণ এর কাজ বিজ্ঞানীরা শুরু করছেন। ম্যালেরিয়া জীবাণু যক্ষার জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া এবং ডেঙ্গির ভাইরাস নিয়ে।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন অল্পসময়ের মধ্যেই এর সাহায্যে তথ্য পাওয়া সম্ভব। এই যন্ত্রটিকে যুক্ত করা হয় ল্যাপটপের সঙ্গে। 'তারপর এই সিকুয়েন্সের থেকে তথ্য ল্যাপটপে নিয়ে ডিএনএর বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। এভাবেই রোগ নিরাময়ের পক্ষে ডাক্তাররা কাজ করেন। কিন্তু করোনায় এই ধরনের কোন প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়নি। বিশ্বজুড়ে শুধু এই রোগের ব্যপকতা নিয়ে প্রচার।

বিশ্বকর্মা পুজোয় বর্ণপরিচয়ের পোষক বিতরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ শারদোৎসবের প্রাক্কালে এবারও এলাকার দরিদ্র মানুষজনের মধ্যে নতুন পোযাক বিতরণ করেন বনগাঁর অন্যতম সমাজসেবি সংগঠন বর্ণপরিচয়ের সদস্যগণ।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সংগঠনের সদস্যগণ বনগাঁ ষ্টেশন পার্শ্বস্থ রেল— কলোনীর বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করেন। ধুতি, শাড়ি ছাড়াও ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া রঙ-বেরঙের জামা- প্যান্ট। দুর্গা পুজোর আগে নতুন জামা- কাপড় পেয়ে স্বভাবতই খুশি রেল বস্তির দরিদ্র পরিবারের মানুষজন। এদিনের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী দেবাশিস রায় চৌধুরী সাংস্কৃতিক কর্মী শম্পা পাঠক, বিশিষ্ট শিক্ষক দেবব্রত পাঠক প্রমুখ সদস্যগণ, শিক্ষক ও সমাজকর্মী দেবব্রত বাবু জানান, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন, বর্ণপরিচয় ভবনে নানা আনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন করবেন।

২৬ কেজি গাঁজা সহ ধৃত ৪

প্রতিনিধি ঃ ২৬ কেজি গাঁজাসহ চার পাচারকারীকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল বিএসএফ।

শুক্রবার সকালে তাদের বনগাঁ থানার সুটিয়া বাজার থেকে আটক করে বিএসএফ ও পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া গাজার আনুমানিক দাম ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। ধৃতরা গাজার প্যাকেটগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সুটিয়া বাজারে অপেক্ষা করছিল।

বিএসএফের ১০৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা সূত্রে খবর পেয়ে সুটিয়া বাজারে তাদের আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে ২৬ কিলো গাঁজা উদ্ধার করে বিএসএফ।

পরে উদ্ধার হওয়া গাঁজা ও ধৃতদের পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম প্রসেনজিৎ মন্ডল, সুকান্ত মন্ডল, সুজয় মণ্ডল ও হাবিবুর রহমান মন্ডল।

তাদের বাড়ি বনগাঁ থানার ট্যাংরা ও সুটিয়া এলাকায়। শুক্রবার সকালে পুলিশ ধৃতদের বারাসাত মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী নবম শ্রেণীর ছাত্রী

প্রতিনিধি ঃ গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হলো এক নবম শ্রেণীর ছাত্রী। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার বণিক পাড়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ছাত্রীর নাম দীপিকা রায়। সে কলকাতার একটি স্কুলে পড়াশোনা করতো। এদিন দীপিকার মা এবং বাবা কলকাতায় ফুল বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে দীপিকা ও দীপিকার ভাই ছিল। ফাঁকা বাড়িতে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় সে। ভাইয়ের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখেন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে দীপিকা। স্থানীয়রা খবর দেয় তার বাবা-মা ও গাইঘাটা থানায়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করে। পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছে, আগেও দীপিকা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। তবে ঠিক কি কারণে আত্মহত্যা করেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবার।

সার্বভৌম সমাচার

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-

৯২৩২৬৩৩৮৯৯

৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

HALL MARK

শুভ দুর্গাপূজা উপলক্ষে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-'র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

এবছর শারদ উৎসব উপলক্ষে আপনাদের জন্য থাকছে প্রতিটি কেনাকাটার ওপর বিশেষ ছাড় ও নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher

আমাদের নিউ পি সি জুয়েলারী শোরুমে অফার চলছে—

- ১০ গ্রাম এর ওপর সোনার গহনা কেনাকাটার উপহার হিসাবে আপনারা পাবেন ২৪ ক্যারেট সোনার কয়েন সম্পূর্ণ ফ্রিতে।
- ১০০ গ্রাম এর ওপর রুপর গহনা কেনাকাটার উপহার হিসাবে আপনারা পাবেন রুপোর মূর্তি সম্পূর্ণ ফ্রিতে।
- গ্রহরত্ন ও ডায়মণ্ড জুয়েলারীর ওপর পাবেন ১০% ছাড়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটার উপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ২৫০০/- টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রুপোর জুয়েলারী; যা দিয়ে আপনারা আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- নিউ পি. সি. অপটিক্যাল বনগাঁতে নিয়ে এলো আপনাদের সাধ্যের মধ্যে আধুনিক ডিজাইনের উন্নতমানের চশমার ফ্রেম ও পাওয়ার গ্লাসের বিপুর সম্ভার। এছাড়া সমস্ত রকমের কনটাক্ট লেন্স পাওয়া যায়।
- দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ	বাটার মোড়, বনগাঁ	মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

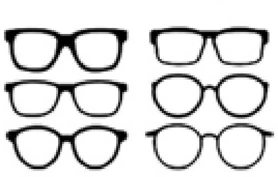

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (৮৯৬৭০২৪১০৬) এই নম্বরে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

মিষ্টান্ন রেঁধে মোমবাতি জ্বালিয়ে বনগাঁ স্টেশনে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন বিজেপির, খাওয়ানো হল দুঃস্থ মানুষদের

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দুঃস্থ মানুষদের পেট ভরে খাইয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭২ তম জন্ম দিন পালন করলো বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার কর্মকর্তারা। শনিবার বেলা একটা নাগাদ বনগাঁ রেল স্টেশনে প্রধানমন্ত্রীর ছবির সামনে মিষ্টান্ন দিয়ে মোমবাতি জ্বালেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি রামপদ দাস। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার সহ একাধিক নেতৃত্ব।

এরপর স্টেশন চত্বরে দুস্থ মানুষদের বসিয়ে খাওয়ান বিজেপি কর্মীরা। খাবার পরিবেশন করেন বিধায়করা। দুস্থ মানুষদের সঙ্গে বিজেপি কর্মীরাও খাওয়া-দাওয়া করেন। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামপদ দাস বলেন, "আজ আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করলাম। সে উপলক্ষে কয়েকশো দুস্থ মানুষদের আজকে পেটপুরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হলো।'' বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, "মোদীজির অবদান আমরা ভুলতে পারবো না। স্টেশনের দুস্থ, পিছিয়ে পড়া মানুষদের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে মোদীজির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানালাম। বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন। আজ আমাদের আনন্দের দিন। এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতেই আমরা আজকে দুস্থ মানুষদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছি।''

হরিয়ানায় নাটক ও মূকাভিনয় এর কর্মশালায় জেলার প্রশিক্ষক নাবিক নাট্যম ও ইমন মাইমের জীবন ও ধীরাজ

নীরেশ ভৌমিক ঃ উত্তর ভারতের হরিয়ানার রোহতকে গত ১১-১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত নাটক ও মূকাভিনয় এর কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দিয়ে এলেন উত্তর ২৪ জেলার গোবরডাঙ্গার নাবিক নাট্যমের বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা জীবন অধিকারী, মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের কর্ণধার ধীরাজ হাওলাদার ও দত্তপুকুর স্পার্টাকাস নাট্য গোষ্টির প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ১১ সেপ্টেম্বর তিওয়ানির কে এল একাডেমীর একদিনের কর্মশালায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন স্থানীয় শিক্ষক ও সংগঠক কপেশ যাদব। ১২-১৩ সেপ্টেম্বর রোহতকের দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস এ্যাক্টিভিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত দুই দিনের শিবিরে ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করেন। কর্মশালায় ধীরাজ হাওলাদার ও জীবন অধিকারীর নির্দেশনায় 'বেরোজগার যুবা' (Un employed youth) শীর্ষক একটি মূক নাটক পরিবেশিত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর ছোট গল্প 'আদাব' অবলম্বনে নাটক পরিবেশন করেন স্বনামধন্য অভিনেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও এবং চঞ্চল ঘোষ। শিবিরের সম্পাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষনার্থীগণ পরিবেশিত 'ধরম আপনা- আপনা, লেকিন দেশ হামারা' নাটকটি সমবেত সকলের প্রশংসা লাভ করে। ১৮ সেপ্টেম্বর হিন্দী দিবস উপলক্ষে দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুনীত মুখার্জী। প্রখ্যাত মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলাদারের নির্দেশনায় পরিবেশিত হয় ' আউর খুন নেহি চাহিয়ে' প্রযোজনাটি স্থানীয় সংগঠক উমেশ কুমার মৌর্য সহ উপস্থিত সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে। অনুষ্ঠান শেষে শ্রী মৌর্য বলেন, পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধিত হয়।

বিজেপি কাউন্সিলরকে ৭০ হাজার টাকা দেওয়ার অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "বিজেপির দালালি করতে চাইলে দেখবেন আগামী দিনে আপনার সামনে কেউ নেই রাস্তায় ঘেউ ঘেউ করা কুকুর ছাড়া।

বনগাঁর পানীয় জল প্রকল্প এখনো কেন শেষ হলো না প্রশ্ন তুলেছেন শংকর বাবু। তিনি বলেন, "চেয়ারম্যান পদ ছাড়ার সময় আমি পৌরসভায় ৮৬ কোটি টাকা রেখে এসেছিলাম। সেই টাকা কোথায় গেল? খাই খাই বিরিয়ানি উৎসব আর মরণ ঘড়িতে শেষ হয়ে গিয়েছে। কেন জল প্রকল্পের কাজ এখনো শেষ করা গেল না।'' এদিন সভা থেকে শংকর বাবু চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজের অভিযোগ তুলেছেন, চেয়ারম্যান ফোন করে কাউন্সিলর কৃষ্ণারায়কে হুমকি দিয়েছেন। পৌরসভার মধ্যে আর এক কাউন্সিলর দিলীপ মজুমদারকে খুনের হুমকি দিয়েছিল। চেয়ারম্যান মাথা নিচু করে বসে ছিলেন কোন প্রতিবাদ করেননি। এ প্রসঙ্গেই শংকর বাবু বলেন, "এমন দিন দেখাবেন না যাতে বনগাঁর চার-পাঁচ হাজার লোক নিয়ে বনগাঁ পৌরসভা ঘেরাও করতে হয়।''

সম্প্রতি বনগাঁ পৌরসভার পক্ষ থেকে ইছামতির কচুরিপানা দিয়ে হস্তশিল্পের সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শংকর বাবু বলেন, কোন বোর্ড মিটিংয়ে এই কচুরিপানার কাজ পাস করানো হয়নি। কাউন্সিলররা অন্ধকারে। চেয়ারম্যানের পরিবারের সঙ্গে একটি সংস্থার ব্যক্তি স্বার্থে আঁতাত হয়েছে। কচুরিপানার সঙ্গে বনগাঁ পৌরসভার কোন সম্পর্ক নেই। এছাড়াও শংকর বাবু প্রশ্ন তুলেছেন "কেন বোর্ড মিটিং এ পাস না করিয়ে মডেল স্কুল অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কেন বিনোদন পার্কের নাম পরিবর্তন করা হলো?''

গোপালবাবু পৌরসভার ভোটে ঠিকভাবেও জয়ী হননি বলে অভিযোগ তুলেছেন শংকর বাবু। তার কথায় সাহস থাকলে আপনি পদত্যাগ করুন। নিরপেক্ষ ভোট হোক। দেখা যাবে আপনি কত ভোটে যেতেন। আপনি মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করছেন। শঙ্করবাবুর অভিযোগ প্রসঙ্গে অবশ্য গোপালবাবু কোন মন্তব্য করতে চাননি। এ বিষয়ে বনগাঁ পৌরসভার দলনেতা তৃণমূল কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বলেন, "শংকর আঢ্যর কথার উত্তর দিতে আমরা বাধ্য নই। উনি কোন দল করেন সেটাই আমরা নিশ্চিত নই। পৌরসভার ভোটে ৩ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে তিনি কংগ্রেস করেছেন। ৪ নম্বরে তিনি তৃণমূল করেছেন। ওনার অভিযোগ সব কাল্পনিক। উল্টে একাউন্ট বিভাগ খতিয়ে দেখা যাচ্ছে জল প্রকল্পের প্রায় ৯ কোটি টাকার অসঙ্গতি রয়েছে। বিভিন্ন পার্কের বিষয়ে টাকা খরচের কোন নথি নেই।'' টাকা নেওয়ার বিষয়ে বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল বলেন, "উনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন, উন্মাদের কথার কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি না। টাকা নিয়েছি উনি কি করে জানলেন? এ বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন "শংকর বাবু কি বলেছেন তা বিস্তারিত না জেনে মন্তব্য করতে পারবো না। তবে চেয়ারম্যানের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করব।''

ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর নবতম প্রযোজনা 'বেঁচে থাকার লড়াই'

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'বেঁচে থাকার লড়াই' ইতিমধ্যেই বেশ সাড়া ফেলেছে। সংস্থার কর্ণধার চন্দ্রকান্ত শিরালীর নির্দেশনায় নাটকটি গত ৩ সেপ্টেম্বর চাঁদপাড়া বিজ্ঞান মেলায় পরিবেশিত হয়। এরপর গত ১৬ সেপ্টেম্বর নাটকটি ফের মঞ্চস্থ হয় গাইঘাটার কয়া পি.এ.এস হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে। নাটকটিতে খেটে খাওয়া মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সংস্থার পরিচালক চন্দ্রকান্তবাবু জানান, জেলা স্বাস্থ্য দফতরের আহ্বানে চলতিমাসের শেষ সপ্তাহে বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, বসিরহাট-১, স্বরূপনগর ব্লকে ই.এম.টি.সি.টি. প্রকল্পে সচেতনতা মূলক মূকনাটক পরিবেশন করতে হবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে উদ্যোগী গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন

নীরেশ ভৌমিক ঃ সারা জেলার সাথে গাইঘাটা ব্লকে ও ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীরা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। বর্ষার পরিষ্কার জমা জলে জন্ম হচ্ছে এই জ্বরের বাহক মশককুল। তাই ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীগণ ডেঙ্গুর বাহক এই মশার যাতে জন্ম না হয় সে ব্যাপারে মানুষজনকে পরামর্শ দিচ্ছেন। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার, আগাছা, জঙ্গল পরিষ্কার করার। বিভিন্ন পাত্রে থাকা জমা জলে বদলানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করছেন। কারণ পরিষ্কার জমা জলেই ডেঙ্গু মশার লার্ভা জন্ম নেয়। চাংদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যতম সদস্য চিন্ময় ভক্ত জানান, তাঁর এলাকার নিকাশি নালার মশার লার্ভা ধংস করার লক্ষ্যে গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়েছে। জঙ্গল আগাছা পরিষ্কারও করা হচ্ছে। ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে মানুষজনকে সচেতন করতে মাইক প্রচার করছেন। গাইঘাটার বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি স্বয়ং পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে রোগীদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে এবং ডেঙ্গুর বাহক মশা ধ্বংস করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন। ব্লকে বর্তমানে ২৬জন রোগীর সন্ধান মিলেছে। তবে চিকিৎসায় সকলেই সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে জানা গেল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনেই রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

সংস্কৃতি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত চিরন্তন নাট্যোৎসব

সজ্জিত সাহা ঃ গত ১৮-২০ সেপ্টেম্বর নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল নকসা পরিচালিত সংস্কৃতি কেন্দ্রে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল চিরন্তন নাট্য উৎসব ২০২১। এদিন সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রজ্জোলন করে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন গোবরডাঙার সংস্কৃতি প্রেমী পৌর প্রধান শংকর দত্ত। উপস্থিত ছিলেন নকসার প্রাণ পুরুষ বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস দাস। আয়োজক চিরন্তন নাট্যদলের পরিচালক অজয় দাস অতিথিদ্বয়কে অভিনন্দন জানান, সংস্থার অন্যতম কর্ণধার সুতপা কর্মকার পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে অতিথিদেরকে বরণ করে নেন। পৌরপতি শ্রীদত্ত সুস্থ সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চার প্রসারে চিরন্তন নাট্যদলের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

তিন দিন ব্যাপি নাট্যোৎসবের সূচনায় আয়োজক চিরন্তন নাট্যদলের কুশীলবগণ মঞ্চস্থ করেন শিক্ষনীয় অথচ মজার নাটক বিভেদ নাই এদিন স্থানীয় নাবিক নাট্যম এর নাট্যশিল্পীগণ পরিবেশিত নাবিকের প্রাণ-নাটকের গান শীর্ষক সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক মন্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। এদিনের শেষ অনুষ্ঠান হাবড়া নান্দনিক প্রযোজিত মহিলাগণ পরিবেশিত নাটক 'বড় খবর', দ্বিতীয় দিন শুরুতে হালিশহর ইউনিটি মালঞ্চ মঞ্চস্থ করে সংস্থার কর্ণধার দেবাশিষ সরকার নির্দেশিত নতুন নাটক স্বপ্নের এক ফেরিওয়ালা। নাটকটি কুশীলবগনের অনবদ্য অভিনয় সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে। এদিন ভবেশ মজুমদারের পরিচালনায় ব্যালে ট্রুপের নৃত্যানুষ্ঠান এবং মছলন্দপুরের ঐতিহ্যবাহী ইমন মাইম সেন্টার পরিবেশিত মঞ্চসফল নাটক 'কোথায় গেল' উপস্থিত দর্শকদের মনোরঞ্জন করে শেষ দিনে সংস্থার কুশীলবগণ সকলে মেকাপ কর্মশালা ও শিশু মনস্তত্ত্ব এবং নাটকের সম্পর্ক শীর্ষক সেমিনারে অংশ নেন, আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক জীবন অধিকারী, ড.অপূর্ব দে ও অজয় দাস। নানা অনুষ্ঠান ও নাট্যমোদী দর্শকগনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে চিরন্তন আয়োজিত নাট্যোৎসব - ২০২১ সার্থকতা লাভ করে।

বনগাঁর পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন নতুন পুলিশ সুপার জয়িতা বসু

প্রতিনিধি : নিয়মবিধি স্মরণ করাতে বনগাঁ শহরের সমস্ত পুজো মন্ডপ পরিদর্শন করলেন বনগাঁর পুলিশ সুপার জয়িতা বসু সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। মন্ডপে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে দমকলের একাধিক নিয়মাবলী সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কিনা, ভিড় নিয়ন্ত্রনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে বনগাঁ শহরের একাধিক মন্ডপ পরিদর্শন করেন। করোনা আবহে গত দু'বছর করোনাবিধি মেনে দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে হয়েছিল পুজো কমিটিগুলোকে। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। গত দুবছর করোনা পরিস্থিতিতে বনগাঁর দুর্গাপুজোর জৌলুস হারিয়েছিল। তবে এবছর পুজো উদ্যোক্তারাও পুজো মন্ডপের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য সাধরণ মানুষকে বিভিন্ন থিম হিসাবে ব্যবহার করছে। তা দেখতে মন্ডপ গুলিতে ভিড় বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুজোর বাকি আর মাত্র কিছুদিন। আর সেজন্য বিভিন্ন পূজা কমিটির সাথে প্রশাসনিক মহলও নিরাপত্তার জন্য বিশেষভাবে নজরদারী চালাচ্ছে।

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9647791986 / 7076271952
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in
Editor- Utpal Mallick